দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২
NOV. 12 2002

মন্ত্রিসভায় দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল অনুমোদিত

মাদ্রাসার আলিম ফাজিল ও কামিল শ্রেণীকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ মাদ্রাসার আলিম, ফাজিল ও কামিল শ্রেণীকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হচ্ছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশের জন্য একটি মন্ত্রিসভা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। গতকাল মন্ত্রিপরিষদের নিয়মিত বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্র জানিয়েছে। মন্ত্রিসভা কমিটির সদস্য মনোনয়ন দেবেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। বৈঠক সূত্র জানায়, গতকাল (সোমবার), মন্ত্রিসভার বৈঠকের নির্ধারিত এজেন্ডা অনুযায়ী আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার পরীক্ষা, সার্টিফিকেট ইত্যাদি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করে সাধারণ শিক্ষার সমমান প্রদানের প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ওসমান ফারুক প্রস্তাব উত্থাপন করলে এ বিষয়ে বেশ কিছু সময় আলোচনা হয়। বৈঠক সূত্র জানিয়েছে, প্রস্তাবের পক্ষে দীর্ঘ বক্তব্য রেখেছেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মোঃ মুজাহিদ। আরো কয়েকজন মন্ত্রী এ আলোচনায় অংশ নেয়ার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে বিষয়টি আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুপারিশ পেশের জন্য একটি মন্ত্রিসভা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন সভার সভাপতি প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া।

গতকাল দুপুর দেড়টা থেকে সাড়ে ৩টা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মন্ত্রিসভা কক্ষে

...এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক বৈঠকে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল বিল ২০০২ও অনুমোদিত হয়েছে। তবে দ্রুত বিচারের আওতা থেকে মজুতদারীর অপরাধকে বাদ দেয়া হয়েছে। হত্যা, ধর্ষণ, বিস্ফোরক ও মাদক সংক্রান্ত মোট ৫টি গুরুতর অপরাধের দ্রুত বিচারে ট্রাইব্যুনাল গঠন সংক্রান্ত সম্প্রতি জারিকৃত অধ্যাদেশে সংশোধনীসহ আইন গতকাল অনুমোদন করা হয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত দায়রা জজ নিয়োগ এবং যে কোন মামলা ট্রাইব্যুনালে প্রেরণের সরকারী ক্ষমতার বিধি আইনে সংশোধন করা হয়েছে। এখন কেবলমাত্র কর্মরত জেলা জজদের ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিয়োগ করা যাবে।

বৈঠকে 'বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার'-এর নাম পরিবর্তন করে 'জাতীয় কৃষি পুরস্কার' নাম পুনর্বহালের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০০২-এর সংশোধন প্রস্তাবও বৈঠকে অনুমোদন করা হয়েছে। সংশোধিত আইনে, শাস্তির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে।

এছাড়া বৈঠকে কোর্ট ফি হ্রাসকরণ সংক্রান্ত আইনও অনুমোদন করা হয়। ঢাকা-আগরতলা বাস সার্ভিস সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব মন্ত্রিসভায় পেশের কথা থাকলেও তা উত্থাপিত হয়নি। মন্ত্রিসভার সদস্যগণ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীগণ, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব এবং সংশ্লিষ্ট সচিবগণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।